G-STAR RAW

G-STAR SUPPLIER CODE OF CONDUCT MARCH 2014

জি-স্টার র' সরবরাহকারীর আচরণ বিধি

জি-স্টার ভোক্তার জন্য আকর্ষণীয় মূল্যে উঁচু মানের ও নৈতিকতা বজায় রেখে পণ্য তৈরিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জি-স্টার সরবরাহকারীর আচরণ বিধিতে এর পণ্য যে শর্তের আওতায় উৎপাদন করতে হবে সে সম্পর্কে জি-স্টারের প্রত্যাশা উল্লেখ করা হয়েছে।

জি-স্টারের অঙ্গীকার হল কেবল সেই সব সরবরাহকারীর সঙ্গে ব্যবসা করা যারা ন্যায্য ও নিরাপদ শ্রম নীতি অনুশীলনের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং যেখানে তারা কর্মকান্ড পরিচালনা করছে সে স্থানের পরিবেশের ব্যাপারে সচেতন।

এই আচরণ বিধি সকল সরবরাহকারী এবং/বা জি-স্টার র' সি.ভি. বা কোন জি-স্টার র' সি.ভি. অধিভুক্ত কোম্পানিতে পণ্য সরবরাহকারী সাব-কনট্রাক্টরের জন্য প্রযোজ্য।

এই আচরণ বিধি আমরা যেসব সরবরাহকারীর সঙ্গে কাজ করি তাদের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা ব্যাখ্যা করে ও তুলে ধরে এবং আমরা প্রত্যেক কারখানার নিকট থেকে ন্যুনতম কী সামাজিক ও পরিবেশগত মান আশা করি তা ব্যক্ত করে।

এটি নিয়মিত উৎকর্ষ সাধন সাপেক্ষ এবং জি-স্টার সকল সরবরাহকারী অব্যাহতভাবে ন্যায্য ও নিরাপদ শ্রম ও পরিবেশগত নীতি অনুরসরণে উৎসাহিত করে। যেহেতু কোন আচরণ বিধিতেই সবকিছু উল্লেখ থাকবে না, তাই সরবরাহকারী অবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে যেসব কারখানায় জি-স্টারের পণ্য উৎপাদিত হয় সেখানে কোন অপব্যবহার বা শোষণমূলক শর্ত ও পরিবেশ অবাঙ্কব আচরণ বা অনিরাপদ কর্ম পরিবেশ নাই।

আমাদের সাধারণ নীতি এই যে আমাদের সকল সরবরাহকারী, তাদের সাব-কনট্রাক্টর ও অন্যান্য ব্যবসায়িক অংশীদার অবশ্যই সকল কর্মকান্ডে তারা যে দেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে সেখানকার জাতীয় আইন অনুসরণ করবে। এই আচরণ বিধির কোন শর্ত কোন দেশের জাতীয় আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে অবশ্যই সবসময় আইন অনুসরণ করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে এই আচরণ বিধিতে স্বাক্ষর করার আগে সরবরাহকারী অবশ্যই জি-স্টারকে অবহিত করবে।

সরবরাহকারীদের সাব-কনট্রাক্টর ও ব্যাবসায়িক অংশীদারগণ যাতে এই সরবরাহকারীর আচরণ বিধি বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব হল সরবরাহকারীর ।

আমাদের অভিপ্রায় কেবল সেসব সরবরাহকারীর সঙ্গে কাজ করা যারা আমাদের মূল্যবোধ বজায় রাখে এবং সেসব সরবরাহকারীর সঙ্গে কাজ না করা যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের (অনুমোদিত) সাব-কনট্রাক্টর বা ব্যবসায়িক অংশীদারের মাধ্যমে তারা যে দেশে পণ্য উৎপাদন করছে সেখানকার আইন অমান্য করে বা জ্ঞাতসারে এসব মান ভঙ্গ করে। জি-স্টার এসব অমান্য করার বিষয়ে অবগত হলে তাৎক্ষণিক ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১. স্বাধীনভাবে চাকরি বেছে নেয়া হয়

১.১ সাধারণতঃ ৩ ধরনের জবরদস্তিমূলক শ্রমিক রয়েছেঃ

- কারা শ্রম বলতে কারাবন্দীদের করা সেই কাজকে বুঝায় যা বিচারের রায়ের অংশ এবং সচরাচর যার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না।
- চুক্তি ভিত্তিক শ্রম বলতে সেই কাজকে বুঝায় যা শ্রমিক কোন চুক্তির আওতায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিয়োগকারীর জন্য করতে বাধ্য থাকে।
- বাধ্যতামূলক শ্রম বলতে এক ধরনের অবৈধ কার্যকলাপকে বুঝায় যখন নিয়োগকারী উচ্চ সুদে শ্রমিককে ঋণ প্রদান করে, যাকে পরে ঋণ পরিশোধের জন্য নিম্ন মজুরিতে কাজ করতে হয়।

জি-স্টার কোন প্রকার জবরদস্তিমূলক শ্রম মেনে নেয় না।

১.২ কর্মচারীদের কাজের শর্ত হিসাবে কোন প্রকার জামানত প্রদান বা সরকারের জারি করা পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বা কাজের পারমিট হস্তান্তরের প্রয়োজন হবে না।

১.৩ কর্মচারীদের অবশ্যই যে কোন সময় স্বাধীনভাবে কারখানা ত্যাগের অনুমতি থাকবে এবং যারা নিয়োগকারীর নিয়ন্ত্রিত বাড়িতে বসবাস করে তাদের চলাচল সীমিত করা হবে না।

২. স্বাধীনভাবে সমবায় ও যৌথ দরকষাকষির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

২.১ কর্মচারীদের সমবায় করা, সংগঠিত হওয়া ও যৌথভাবে দরকষাকষির অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কর্মচারীরা যেন নিজেদের মতামত ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে সেজন্য সরবরাহকারীদের শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে উন্মুক্ত যোগাযোগকে উৎসাহিত করা উচিত।

২.২ সরবরাহকারীগণ অবশ্যই বে-আইনিভাবে কর্মচারীদের কোন সমবায়ে যুক্ত হওয়ার জন্য ভীতি প্রদর্শন, জরিমানা, বিধিনিষেধ আরোপ বা হস্তক্ষেপ করবে না।

২.৩ শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈষম্য করা যাবে না এবং কর্মস্থলে প্রতিনিধি হিসাবে তাদের কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

২.৪ সমবায় ও যৌথভাবে দরকষাকষির অধিকারের ক্ষেত্রে আইনের আওতায় বিধিনিষেধ থাকলে নিয়োগকারী সমান্তরালভাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সমবায় ও দরকষাকষির ব্যবস্থার সুযোগ করে দেবে এবং তা বিঘ্নিত করবে না।

৩. কাজের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ হবে

৩.১ সরবরাহকারীগণ অবশ্যই নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ তৈরি করে দেবে যাতে করে কাজ থেকে, এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা কাজের সময় বা

পরিবেশকর স্থাপনা পরিচালনার ফলস্বরূপ দুর্ঘটনা এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা এরানো সম্ভব হয়।

৩.২ সরবরাহকারীগণ যে কোন ডরমেটরি বা ক্যানটিনের জন্য ও প্রযোজ্য পরিবেশের অনুরূপ মান নিশ্চিত করবে।

৩.৩ পরিচ্ছন্ন টয়লেট ও বহনযোগ্য পানি, এবং প্রযোজ্য হলে খাবার গুদামে জীবাণুমুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৪ শ্রমিকদের রেকর্ড রক্ষা করে নিয়মিত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে, এবং নতুন শ্রমিকদের
ও কাজ পুনঃবন্টন করা শ্রমিকদের জন্য এই প্রশিক্ষণের পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৩.৫ সরবরাহকারীগণ ব্যবস্থাপনার কোন ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিকে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার দায়িত্ব দেবে।

৪. শিশু শ্রমিক ব্যবহৃত হবে না

৪.১ সরবরাহকারীগণ অবশ্যই আইএলও কনভেনশনের সি১৩৮ এবং/বা সি১৮২ এর বর্ণনা মোতাবেক কোন শিশু শ্রমিক নিয়োগ বা বা শিশু শ্রমিক ব্যবহার সমর্থন করবে না।

৪.২ কারখানাগুলো অবশ্যই আইনগতভাবে প্রযোজ্য ন্যুনতম বয়স এবং কমপক্ষে ১৫ বছরের বা ব্যতিক্রম হিসাবে আইএলও কনভেনশন ১৩৮ এর অনুচ্ছেদ ২.৪ এর আওতায় বিদ্যমান দেশসমূহের জন্য ১৪ বছরের মধ্যে যেটি বড় কেবল সেই বয়সের শ্রমিকই নিয়োগ করবে। এই নির্দিষ্ট বয়স বাধ্যতামূলক স্কুলিং সম্পন্ন করার বয়সের চেয়ে কম হবে না।

৪.৩ শ্রমিকদের বয়স উল্লেখকৃত অফিসিয়াল সমস্ত দলিল অবশ্যই পর্যালোচনার জন্য রাখতে হবে। যেসব দেশে সঠিক জন্ম তারিখ নিশ্চিত করার মত অফিসিয়াল দলিল পাওয়া যায় না, সেসব দেশে কারখানাগুলোকে অবশ্যই উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বয়স নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৪ রাতে বা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে ১৮ বছরের কম বয়সী শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না।

৪.৫ সরবরাহকারীগণ এমন নীতি বা কর্মসূচি চালু করবে ও তাতে অংশ নেবে যা কোন শিশু শ্রমিককে কর্মে নিয়োজিত পাওয়া গেলে যতদিন পর্যন্ত সে শিশু থাকবে ততদিন তাকে মান সম্পন্ন শিক্ষায় যোগদান ও তা অব্যাহত রাখার সুযোগ করে দেয়।

৫. সকল শ্রমিককে মজুরি ও সুবিধাদি প্রদান করতে হবে

৫.১ সরবরাহকারীগণ অবশ্যই কর্মচারীদেরকে কৃত কাজের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় আইন অনুযায়ী ন্যুনতম মজুরি বা স্থানীয় শিল্প মজুরি (যেটি বেশি) দিতে হবে। মজুরি সবসময় মৌলিক চাহিদা মেটাবার ও কিছু ইচ্ছাধীন আয় অর্জনের মত পর্যাপ্ত হতে হবে।

৫.২ সরবরাহকারীগণ অবশ্যই কর্মচারীদেরকে বার্ষিক অবকাশ ও ছুটিসহ আইন অনুযায়ী নির্ধারিত বাধ্যবাধকতামূলক সকল সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৫.৩ সকল কর্মচারীকে অবশ্যই নিয়মিত ও সময় মোতাবেক অর্থ পরিশোধ করতে হবে। নিয়মিত কর্ম ঘন্টার ক্ষতিপূরণ ছাড়াও কর্মচারীদেরকে অধিকাল ভাতা হিসাবে বর্ধিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ঠিকা হার (পিস রেট) এ নিয়োজিত শ্রমিকরা অধিকাল ক্ষতিপূরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

৫.৪ সকল কর্মচারীকে তারা নিয়োগ পাওয়ার আগেই মজুরি ও সুবিধাদিসহ তাদের নিয়োগের শর্ত সম্বলিত তথ্য এবং প্রত্যেকবার তাদের পাওনা পরিশোধকালে মজুরির সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য মজুরির বিবরণ লিখিত ও বোধগম্য আকারে প্রদান করতে হবে।

৫.৫ শৃংখলামূলক ব্যবস্থা হিসাবে মজুরি থেকে কর্তন করার অনুমতি দেয়া যাবে না বা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের ব্যক্ত অনুমতি ছাড়া জাতীয় আইনের আওতায় প্রদান করা হয় নাই এরূপ মজুরি থেকে কোনরূপ কর্তনের অনুমতি দেয়া যাবে না। সমস্ত শৃংখলামূলক ব্যবস্থার রেকর্ড থাকতে হবে।

৬. কাজের সময় অতিরিক্ত হবে না

৬.১ সরবরাহকারীদের অবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে নিয়মিত শ্রম ঘন্টা বা অধিকাল স্থানীয় আইন বা শিল্প মানের মধ্যে যেটি অধিক সুরক্ষা দান করে, সে আইন অনুযায়ী অনুমোদিত শ্রমের সর্বোচ্চ সময় যেন অতিক্রম না করে। কোন ভাবেই শ্রমিকদের দিয়ে নিয়মিত ভিত্তিতে সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশি কাজ করানো যাবে না এবং তাদেরকে গড়ে প্রতি সাত দিনে এক দিন ছুটি দিতে হবে।

৬.৩ যখন এটা বোঝা যাবে যে পোশাক খাতে সময়ে সময়ে অধিকাল কাজের প্রয়োজন হবে, এই অধিকাল হবে স্বেচ্ছামূলক ও শ্রমিকদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে। কোন ক্ষেত্রেই অধিকাল সপ্তাহে ১২ ঘন্টা অতিক্রম করবে না এবং তা নিয়মিত ভিত্তিতে হবে না।

৬.৩ সরবরাহকারীগণ অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে ও সঠিকভাবে সকল শ্রমিকের শ্রম-ঘন্টার রেকর্ড রাখবে এবং পর্যালোচনার জন্য অবশ্যই সকল শ্রমিকের সময়ের রেকর্ড বিদ্যমান থাকবে।

৭. কোন বৈষম্য করা যাবে না

৭.১ কারখানাগুলো শুধুমাত্র কাজ করার সামর্থের ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করবে, তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়।

৭.২ লৈঙ্গিক পরিচয়, জাতি, ধর্ম, বয়স, প্রতিবন্ধিত্ব, যৌন বৈশিষ্ট্য, জাতীয়তা, রাজনৈতিক মত, সামাজিক বা জাতিগত মূল, মাতৃত্ব বা বৈবাহিক পরিচয়ের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির সঙ্গেই ভাড়া, বেতন, সুবিধাদি, প্রশিক্ষণের সুযোগ, পদোন্নতি, শৃংখলা, বরখাস্ত বা অবসরসহ নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না।

৭.৩ সম-মূল্যের কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলারা একই পরিমাণ বেতন পাবে, তাদের কাজের মানের একই ধরনের মুল্যায়ন হবে এবং সকল খালি পদ পূরণের জন্য নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ পাবে।

৭.৪ মহিলা কর্মচারীদের গর্ভধারণ, শিশু জন্ম দান ও লালন পালনের ক্ষেত্রে কারখানা তাদের উপযুক্ত সেবা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে।

৮. নিয়মিত চাকরি দেয়া হয়

৮.১ জাতীয় আইন ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত চাকরির সম্পর্কের ভিত্তিতে যতদূর সম্ভব প্রত্যেক কাজ করে নিতে হবে।

৮.২ শুধু শ্রম-চুক্তি, উপ-চুক্তি, বা বাসায়-কাজের ব্যবস্থার মাধ্যমে, বা দক্ষতা শিক্ষা দেয়ার বা চাকরি নিয়মিত করার সত্যিকার ইচ্ছা বিহীন শিক্ষানবীশ স্কিমের মাধ্যমে শ্রম বা সামাজিক নিরাপত্তা আইনের আওতায় এবং নিয়মিত চাকরির সম্পর্কের সূত্রে কর্মচারীদের প্রতি বিদ্যমান বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করা যাবে না, বা স্থির-মেয়াদের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের অতিরিক্ত ব্যবহার দ্বারাও এই ধরনের বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করা যাবে না।

৯. কোন ধরনের হয়রানি বা নির্যাতন করার অনুমতি নেই

৯.১ কর্মচারীদের সাথে অবশ্যই সম্মান ও মর্যাদার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

৯.২ শ্রমিকদের শাস্তি দিতে বা নিগ্রহ করতে কারখানা কর্তৃপক্ষ অবশ্যই নিজেরা কোন শারিরীক বল প্রয়োগের কাজে জড়িত হবে না বা অন্যকে এর অনুমতি প্রদান করবে না, বা তারা কোন মনস্তাত্বিক নিগ্রহ বা নির্যাতনের হুমকি, যৌন নির্যাতন, চিৎকার বা মৌখিক হয়রানির মাধ্যমে অন্যান্য নির্যাতন যা কিনা শারিরীক নির্যাতন নয়, এমন নির্যাতনের সাথে নিজেরাও জড়াতে পারবে না বা অন্য কাউকেও এসবের অনুমতি দিতে পারবে না।

১০. পরিবেশ

১০.১ সরবরাহকারী, তাদের সাবকন্ট্রাকটর এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের সকলকে অবশ্যই তাদের কর্মস্থলে, উৎপাদিত পণ্য, পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশগত আইন, বিধি এবং মান মেনে চলতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই তারা যেখানে কাজ করে এবং যে উপকরণ নিয়ে কাজ করে সে সম্পর্কে পরিবেশগত সচেতনতার নিয়ম মেনে চলতে হবে।

এটা আশা করা হচ্ছে যে সরবরাহকারী, তাদের সাবকন্ট্রাকটর এবং ব্যবসায়িক অংশীদাররা যে উদ্দেশ্যেই ভূমি বা স্থান ব্যবহার করুক না কেন, তারা সেটার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তা করবে যাতে দীর্ঘমেয়াদে ভূমি বা স্থানের কোন ক্ষতি না হয় এবং তারা অবশ্যই তাদের চারদিকের জীব ও উদ্ভিদের বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

১০.২ এই দলিলের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে পরিবেশের মান সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১০.৩ আমাদের পরিবেশগত ও সামাজিক নির্ণায়ক বা মান সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফলে সামাজিক মানের মতই পরিবেশগত মানও যাচাই করে দেখা হবে; দেখুন ১১.৩ নিয়মাবলী ও পদ্ধতি বাস্তবায়ন।

১১. নিয়মাবলী ও পদ্ধতি বাস্তবায়ন

১১.১ এই নিয়ামাবলী মেনে চলার জন্য সরবরাহকারীরা প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সরবরাহকারীগণ অবশ্যই প্রতিটি কারখানার ব্যবস্থাপনা থেকে যোগাযোগের জন্য একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যার দায়িত্ব হবে এই আচরণ বিধি বাস্তবায়ন করা এবং কারখানার সকল কর্মীর কাছে আচরণ বিধি ও তাৎপর্য তুলে ধরা। উচিত হবে, যেখানে এটা অনুসরণ করা যৌক্তিক সেখানে তার নিজস্ব সরবরাহ চেইনের মাধ্যমে আচরণ বিধি ছড়িয়ে দেয়া।

এই বাস্তবায়ন পদ্ধতি জি-স্টার সরবরাহকারীর আচরণ বিধির জন্য প্রয়োজনীয় ও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সরবরাহকারী ও সকল সাবকনট্রাকটরদের বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে অবশ্যই জি-স্টার সরবরাহকারীর আচরণ বিধি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি, একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, একটি অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা এবং একজন শ্রমিকের অভিযোগ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১১.২ এই আচরণ বিধি ও আবশ্যক সামাজিক ও পরিবেশগত আইন মেনে চলার বিষয়টি প্রদর্শনের জন্য সরবরাহকারীকে অবশ্যই ফাইলে প্রয়োজনীয় দলিলাদি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সরবরাহকারীদের অবশ্যই জি-স্টার বা তার নিয়োগ করা নিরীক্ষকের জন্য এই সমস্ত কাগজপত্র প্রস্তুত রাখতে এবং আগাম

নোটিশের মাধ্যমে বা নোটিশ ছাড়া চাওয়ামাত্র কগজপত্র দিতে রাজি থাকতে হবে।

১১.৩ জি-স্টারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত এবং সাব-কনট্রাক্টর আনুষ্ঠানিকভাবে এই আচরণ বিধির ব্যাপারে সম্মত না হলে অবশ্যই সরবারাহকারী জি-স্টারের চুক্তিবদ্ধ কোম্পানি ছাড়া অন্যান্য পক্ষকে কোন কাজের দায়িত্ব দেবে না।

১১.৪ জি-স্টারের সাথে ব্যবসা করার শর্ত হিসেবে জি-স্টারের পণ্য উৎপাদনকারী সকল এবং প্রত্যেক কারখানাকে জি-স্টার সরবরাহকারী আচরণ বিধি মেনে চলতে হবে। এটা যাচাইয়ের জন্য সরবরাহকারীদের জি-স্টার পণ্য উৎপাদনকারী সকল কারখানায় যেকোন সময় জি-স্টার কর্মকর্তা এবং/বা স্বীকৃত নিরীক্ষকদের দ্বারা নিরীক্ষা করার অনুমতি দিতে হবে। পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শ্রমিকদের থেকে একান্তে মতামত নিতে তাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য নিরীক্ষকদের অনুমতি প্রদান ও কারখানা স্থল পরিদর্শনের অনুমতি দিতে হবে।

১১.৫ কোন সরবরাহকারী আমাদের আচরণ বিধি মেনে চলছেন না বলে আমাদের নজরে আসলে, আমরা তাকে
আমাদের সম্মতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা সংশোধনের জন্য কাজ করার আহবান জানাবো, আমরা
তার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে গভীরভাবে ভেবে দেখবো যার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার
ব্যাপারটিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১১.৬ জি স্টার পণ্য উৎপাদনকারী সকল কারখানায় জি-স্টার সরবরাহকারীর আচরণ বিধির একটি কপি
কর্মচারীদের সকলের মাতৃভাষায় সকল কর্মচারী দেখতে পায় এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে
প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

জি-স্টার পরিবেশগত মান

১. প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব

১.১ সরবরাহকারীর নিকট অবশ্যই পরিচালকের স্বাক্ষরিত একটি লিখিত ঘোষণা থাকবে যাতে পরিবেশের পরিচর্যার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা থাকবে।

১.২ সরবরাহকারীকে অবশ্যই ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য এবং/ বা বোর্ডের সদস্যদের কাউকে পরিবেশ সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব দিতে হবে।

১.৩ সরবরাহকারীর নিকট অবশ্যই পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের কার্যক্রম, দায়িত্ব এবং নাম উল্লেখ করে একটি ফর্ম থাকবে।

২. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

২.১ সরবরাহকারীর নিকট অবশ্যই পরিচালক স্বাক্ষরিত লিখিত পরিবেশ নীতি থাকতে হবে।

২.২ সরবরাহকারীর নিকট অবশ্যই প্রযোজ্য স্থানীয় ও জাতীয় পরিবেশ আইন ও বিধি এবং পরিবেশের আওতাধীন অন্যান্য (খরিদ্দারের) চাহিদা সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা এবং এগুলোর কপি থাকতে হবে।

২.৩ সরবরাহকারীর নিকট অবশ্যই কাজের জায়গায় স্থানীয় আইন ও বিধির আওতাধীন আবশ্যক সকল পরিবেশগত অনুমতিপত্র থাকতে হবে।

২.৪ সরবরাহকারীকে অবশ্যই এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত দিক সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সরবরাহকারীকে তার কাজের জায়গার পরিবেশগত দিকের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে হালনাগাদ সারসংক্ষেপ সংরক্ষণ করতে হবে (নিয়মিত কাজের সময় এবং রক্ষণাবেক্ষণের সময় এবং/বা কোন ঘটনায় প্রযোজ্য হলে- উভয় ক্ষেত্রে)।

২.৫ নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিবেশগত বিষয়াদি ও দক্ষতা পর্যালোচনা এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণে সরবরাহকারীর মৌলিক ব্যবস্থাপনাগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি থাকা দরকার, এবং তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদত্ত পরিবেশগত বিষয়ের ক্ষতি কমাতে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।

২.৬ সরবরাহকারীকে অবশ্যই স্থানীয় পরিদর্শনের দলিল এবং/বা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ এবং/বা কোন অভিযোগের উত্তরে সরবরাহকারীর নেয়া পদক্ষেপ সংক্রান্ত লিখিত দলিল দেখানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

২.৭ সরবরাহকারীকে অবশ্যই অন্তত বছর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে (অস্থায়ী শ্রমিক, ও ব্যবস্থাপনাসহ)।

২.৮ সরবরাহকারীকে অবশ্যই বর্তমান সেরা প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৩. জ্বালানীর ব্যবহার

৩.১. সরবরাহকারীকে অবশ্যই জ্বালানির ব্যবহার লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে (বিদ্যুৎ, গ্যাস, জ্বালানি তেলের ব্যবহার এবং প্রযোজ্য হলে বাষ্প ও ঘনীভূত বায়ুর ব্যবহার) এবং উৎপাদনের বিপরীতে জ্বালানি ব্যবহারের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। (উদাহরণ স্বরূপ উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যা এবং/বা প্রক্রিয়াজাত করা উপকরণের কেজি)

৩.২. সরবরাহকারীকে অবশ্যই প্রতি একক উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার হ্রাসে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।

৩.৩ সরবরাহকারীকে অবশ্যই নবায়নযোগ্য জ্বালানি (যেমনঃ সৌর জ্বালানি, বায়ুকল, জিওথার্মাল, জলবিদ্যুৎ, বা জৈব বস্তু থেকে পাওয়া জ্বালানি) ব্যবহারের সুযোগ খুঁজতে হবে।

৩.৪ জ্বালানি ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহারের জন্য চলমান সেরা প্রযুক্তি বাস্তবায়নের সুযোগ অনুসন্ধান করতে হবে।

৪. পানির ব্যবহার

৪.১. সরবরাহকারীর অবশ্যই ব্যবহৃত পানির উৎস সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। (বিশুদ্ধ খাবার
পানি, পৌরসভার পানির প্রধান লাইন, কূপ, মাটির উপরিভাগের পানি, সংগৃহীত বৃষ্টির পানি, পুনঃ বিশুদ্ধ
করা ধুসর পানি)

৪.২. সরবরাহকারীকে অবশ্যই উৎস অনুযায়ী পানির ব্যবহার লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে এবং উৎপাদনের বিপরীতে পানির ব্যবহারের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। (উদাহরণস্বরূপ উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যা এবং/বা প্রক্রিয়াজাতকরা উপকরণের কেজি)

৪.৩. সরবরাহকারীকে অবশ্যই প্রতি একক উৎপাদনে পানির ব্যবহার হ্রাসে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।

৪.৪. সরবরাহকারীকে অবশ্যই "সর্বোচ্চ মানের" পানি ব্যবহারের পরিবর্তে "যোগ্য মানের" পানি ব্যবহারের সুযোগ খুঁজে নিতে হবে, যেমন অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য রিসাইক্লিং পানি বা ধুসর পানি পুনরায় ব্যবহার, অথবা বিশুদ্ধ খাবার পানির পরিবর্তে সুযোগ থাকলে বৃষ্টির পানি বা মাটির উপারিভাগের পানি ব্যবহার করা।

৫. কাঁচামালের ব্যবহার

৫.১. জি-স্টারের পণ্যে কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীকে অবশ্যই জি-স্টারের উপকরণ নীতি (Materials policy) মেনে চলতে হবে।

৫.২. সরবরাহকারীকে অবশ্যই কাঁচামাল ব্যবহারের মূল পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে (এতে মোট ক্রয় করা কাঁচামালের প্রায় ৮০% এর ব্যবহার উল্লেখ থাকবে।)

৫.৩. সরবরাহকারীকে অবশ্যই প্রতি একক উৎপাদনে কাঁচামালের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৫.৪. কাঁচামালের ব্যবহার হ্রাসের সম্ভাবনা খুঁজে দেখতে হবে।

৫.৫. কাঁচামাল হিসেবে রিসাইকেল করা বস্তু ব্যবহারের সম্ভাবনা খুঁজে দেখতে হবে।

৬. বিপদজনক দ্রব্যের ব্যবহার

৬.১. সরবরাহকারীকে অবশ্যই জি-স্টারের বিধিনিষেধ আরোপিত দ্রব্যের তালিকা মেনে চলতে হবে।

৬.২. সরবরাহকারীকে অবশ্যই কাজের জায়গায় অবস্থিত বিপদজনক দ্রব্যের তালিকার রেজিস্টার রাখতে হবে।

৬.৩. সরবরাহকারীকে অবশ্যই কারখানায় ব্যবহৃত বিপজ্জনক দ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণ ও এর ধরন সম্পর্কে নিরাপত্তা উপাত্ত শিটের (এমএসডিএস) মাধ্যমে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। কারখানা-স্থলে পদার্থ বা উপকরণ যে ঝুঁকি সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে সচেতনতার জন্য সরবরাহকারীর উচিত বার্ষিক রাসায়নিক ঝুঁকি মূল্যায়ণ বাস্তবায়নের চেষ্টা করা□

৬.৪. সরবরাহকারীকে অবশ্যই স্থানীয় ও জাতীয় আইন ও বিধি অনুযায়ী, বিপদজনক দ্রব্য গুদামজাত এবং ব্যবহার করতে হবে।

৬.৫. সরবরাহকারীকে অবশ্যই বিপজ্জনক দ্রব্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে তা দ্বিতীয় কোন সুরক্ষিত পাত্রে (containment) রাখতে হবে এবং সম্ভব হলে অভেদ্য কোন মেঝের উপর থেকে তা ব্যবহার করতে হবে।

৬.৬. সরবরাহকারীকে অবশ্যই মাটির উপরে ও নিচে থাকা গুদামজাত করার ট্যাংক থাকতে হবে। ছিদ্র হওয়া থেকে রক্ষা করতে নিয়মিতভাবে ট্যাংকগুলো পরিদর্শন করতে হবে ও সেগুলো সঠিকভাবে রাখতে হবে।

৬.৭. বিপদজনক দ্রব্যের বদলে আরও পরিবেশ বান্ধব দ্রব্যের ব্যবহার করা যায় কিনা এটা সরবরাহকারীকে খুঁজে দেখা উচিত।

৬.৮. সরবরাহকারীর রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত।

৬.৯. স্বাভাবিক কাজের সময় ও দুর্যোগের সময় রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে কাজ করার জন্য কর্মচারীদের অন্তত বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহারসহ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

৬.১০. ছলকে পড়া বস্তুর ক্ষেত্রে সরবরাহকারীকে অবশ্যই স্পিল কিট প্রস্তুত রাখতে হবে। স্পিল কিট ব্যবহারের ব্যাপারে কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৬.১১. সরবরাহকারীকে সবসময় কর্মচারীদের বিপদজনক দ্রব্য নিয়ে কাজ করার সময় সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহারে বাধ্য করতে হবে ।

৭. বর্জ্য পানি নির্গমন

৭.১. সরবরাহকারীকে অবশ্যই নির্গত বর্জ্য পানির মান ও পরিমাণ, এর উৎস, দূষণ ও কারখানা চত্বরে প্রবাহের দিক সম্পর্কিত রেকর্ড রাখতে হবে।

৭.২. সরবরাহকারীকে অবশ্যই পানি নিষ্কাশনের সময় স্থানীয় বা জাতীয় বিধি এবং/বা পানি নির্গমন অনুমতি পত্রে নির্দিষ্ট করে দেয়া মান নিশ্চিত করতে হবে। এটা অর্জন করার জন্য সময় সময়ে নির্গত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পরীক্ষার সর্বনিম্ন সংখ্যা আইনে থাকা আবশ্যকতা অনুযায়ী হতে হবে।

৭.৩. সরবরাহকারীকে অবশ্যই নির্গত পানির মানের উন্নয়ন ঘটাতে এবং এর পরিমাণ কমাতে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।

৭.৪. সরবরাহকারীর নিকট অবশ্যই নির্গত বর্জ্য পানি আবশ্যক মান অনুযায়ী না হলে তার জন্য করণীয় প্রক্রিয়া থাকতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৭.৫. সরবরাহকারীকে অবশ্যই বর্জ্য পানি নির্গমনে সেরা প্রযুক্তি খুঁজে বের করতে হবে এবং সে অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮. মৃত্তিকা ও ভূ-পৃষ্ঠের পানির দূষণ

৮.১. সরবরাহকারীকে অবশ্যই মৃত্তিকা ও ভূ-পৃষ্ঠের পানির দূষণ সৃষ্টিকারী সম্ভাব্য বস্তু সনাক্ত ও এ ব্যাপারে নজরদারি করতে হবে।

৮.২. সরবরাহকারীর উচিৎ মৃত্তিকা ও ভূ-পৃষ্ঠের পানির দূষণ হ্রাসের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখা।

৯. বর্জ্য

৯.১. সরবরাহকারীকে অবশ্যই কারখানায় উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ ও ধরনের রেকর্ড রাখতে হবে এবং তা কনট্রাকটরকে দিতে হবে। যেখানে সম্ভব হবে, সরবরাহকারী বর্জ্য নিস্কাশনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবে ও রেকর্ড রাখবে।

৯.২. সরবরাহকারীকে অবশ্যই নির্গত বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে এবং/বা বর্জ্য অভ্যন্তরীণভাবে পরিশোধনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।

৯.৩. সরবরাহকারীকে অবশ্যই স্থানীয় এবং জাতীয় আইন অনুযায়ী, সর্বনিম্ন মাত্রায় বিভিন্ন বর্জ্যের ধারা পৃথক করে ফেলতে হবে (বস্ত্র, কাগজ, গ্লাস, প্লাস্টিক, ধাতু, কাঠ/জাজিম এবং বিপদজনক বর্জ্য)। স্থানীয় স্থাপনা আরো পৃথক করার সুবিধা দিলে সরবরাহকারী অতিরিক্ত সুবিধা কাজে লাগাতে আইনের বিধি অনুযায়ী বর্জ্য পৃথকীকরণের প্রচেষ্টা নেবে।

৯.৪. বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন ও নিষ্কাশনের জন্য সরবরাহকারীকে অবশ্যই আইন দ্বারা নির্ধারিত লাইসেন্স আছে এ ধরনের কনট্রাকটরকে ব্যবহার করতে হবে।

৯.৫. বর্জ্যের ধারার জন্য কনট্রাকটররা যাতে রিসাক্লিং করার সুযোগ খুঁজে নেয় এজন্যে সরবরাহকারীকে তাদের উজ্জীবিত করতে হবে।

৯.৬. সরবরাহকারীকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, বিপদজনক দ্রব্যের খালি মোড়ক ঠিকমত মাটিচাপা দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো অন্য বস্তু বহনে (বিশেষ করে খাদ্য বা পানীয়) ব্যবহার করা হয় নাই।

১০. উৎপাত

১০.১. সরবরাহকারীকে অবশ্যই উৎপাতের (যন্ত্র এবং/ বা বাহনের শব্দ, দুর্গন্ধ, আলো, তাপ, কম্পন(যন্ত্র থেকে) যে কোন উৎস খুঁজে বের করতে এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর কারখানা চত্বরে শব্দ পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

১০.২. সরবরাহকারীকে অবশ্যই অভিযোগ এবং তা সমাধানে নেয়া পদক্ষেপের রেকর্ড রাখতে হবে।

১০.৩. সরবরাহকারীকে অবশ্যই উৎপাত রোধ করতে ও কমাতে সবচেয়ে সেরা প্রযুক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে।

১১. বায়ুতে নির্গমন

১১.১. সরবরাহকারীকে অবশ্যই ক্রয়কৃত এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন (গ্রীণ-হাউজ) গ্যাস এবং অন্যান্য নির্গত গ্যাসের অবস্থা সম্বলিত তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করতে হবে।

১১.২. সরবরাহকারীর নিকট অবশ্যই বায়ু নির্গমনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র থাকতে হবে এবং/বা আইন অনুযায়ী তার বায়ু নির্গমনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

১১.৩.সরবরাহকারীকে অবশ্যই বায়ু নির্গমনের পরিমাণ ও ধরনের রেকর্ড রখতে হবে।

১১.৪. সরবরাহকারীর অবশ্যই বায়ু নির্গমন কমানোর জন্য একটি কার্যকর পরিকল্পনা থাকবে।

১১.৫. সরবরাহকারীকে অবশ্যই বায়ু নির্গমন রোধ করতে ও কমাতে সবচেয়ে সেরা প্রযুক্তির ব্যবহার বাস্তবায়ন করতে হবে।

এই আচরণ বিধির উপর আপনার কোন মন্তব্য থাকলে বা আপনি এই আচরণ বিধি ভঙ্গের বিষয়ে অবহিত করতে চাইলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করতে ইতস্তত করবেন নাঃ

G-Star Raw C.V.
Joan Muyskensweg 39
1114 AN Amsterdam
Postbus12177
1100 AD, Amsterdam
Netherlands / দ্য নেদারল্যান্ডস
ই-মেইলঃ cr@g-star.com

জি-স্টার আচরণ বিধি লিখতে নিম্নবর্ণিত রেফারেন্স ব্যবহৃত হয়েছেঃ

- জাতি সঙ্ঘ কর্তৃক সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা
(http://www.un.org/Overview/rights.html)
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মূল কনভেনশন ও এর সংশ্লিষ্ট সুপারিশমালা
(http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en)
- এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বেইস কোড (http://www.ethicaltrade.org)

RAW